যুগান্তর

তারিখ ... 14 DEC 2002
পৃঃ ... কলাম ...

আজ চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন : চলছে জোর লবিং-গ্রুপিং

যুগান্তর ডেস্ক

আজ চট্টগ্রাম মহানগর, পাবনা জেলা এবং খুলনা জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন। এ নিয়ে গত ক'দিন থেকে চলছে জোর লবিং-গ্রুপিং। নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা বিএনপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গ্রুপিংও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে নিস্তেজ থাকার পর চট্টগ্রামে ছাত্রদলের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নতুন করে গ্রুপিং-লবিং শুরু হয়েছে। আজ শনিবার নগর ছাত্রদল এবং আগামীকাল রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানান। গত সেপ্টেম্বরে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষিত হওয়ার পর থেকে চট্টগ্রামে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয় এবং সম্প্রতি তা চরম আকার ধারণ করে।

জানা গেছে, ছাত্রদলের নগর সম্মেলনকে সামনে রেখে তিনটি গ্রুপ নিজ নিজ নেতাদের আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছে বর্তমান আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন দীপ্তি-ইয়াছিন চৌধুরী লিটনের নেতৃত্বে একটি প্যানেল। আনোয়ারুল আবছার তানভীর ও হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্যানেল নেতৃত্বের লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে। টিংকু দাস ও রাসেলের নেতৃত্বে অপর একটি

সম্মেলন : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ২

সম্মেলন : ছাত্রদল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্যানেলও সক্রিয় রয়েছে। তিনটি প্যানেলে বিভক্ত ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অবশ্য অধিকাংশেরই কোন ছাত্রত্ব নেই। দল ক্ষমতায় আসার পর নগরীর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও ছাত্রনেতা হিসেবে কেউ বের হয়ে আসতে পারেননি। এছাড়া গত মধ্য অক্টোবর থেকে সেনা অভিযান শুরুর পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সদস্য সচিব ইয়াছিন চৌধুরী লিটনও যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছেন। পুলিশ বলেছে, ছাত্রদল নেতাদের অনেকের বিরুদ্ধে নগরীতে চাঁদাবাজি, অপহরণ, ছিনতাই, খুনসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে দীর্ঘ ৮ বছর পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দীপ্তিকে আহ্বায়ক এবং লিটনকে সদস্য সচিব করে অন্তর্বর্তীকালীন একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে স্থান না পাওয়া নেতাকর্মীরা কমিটির সদস্যদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা দিয়ে তাদের লাঞ্ছিত করে। ছাত্রদলের একাংশ ভোটের মাধ্যমে পরবর্তী নেতৃত্ব চাইলেও অপর অংশ চাচ্ছে সমঝোতার মাধ্যমে কমিটি গঠন করতে।

এদিকে **খুলনা ব্যুরো** জানিয়েছে, আজ জিয়া পাবলিক হলে জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি থাকবেন জাতীয় সংসদের হুইপ মো: আশরাফ হোসেন। বিশেষ অতিথি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান, সংসদ সদস্য আলী আসগার লবী ও এম নুরুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রিজভী আহমেদ, মহানগর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু ও জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শফিকুল আলম মনা। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু। প্রধান বক্তা থাকবেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক এবিএম মোশাররফ হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন মহানগর ছাত্রদল সভাপতি আরিফুজ্জামান অপু। সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন এবং দুপুরের পর কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি প্রার্থী হিসেবে ৭ জনের নাম শোনা যাচ্ছে। তারা হলেন- বর্তমান সহ-সভাপতি চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক ও সিটি কলেজ শাখার সভাপতি নাজমুল হুদা সাগর, সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান তিতাস, সহ-সভাপতি চৌধুরী হাসানুর রশীদ মিরাজ, মাহাবুব হাসান পিয়ারু ও জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মেহেদি হাসান। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে ৪ জনের নাম আলোচিত হচ্ছে। তারা হলেন- বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক শেখ সাদী, দফতর সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান লিটু, যুগ্ম সম্পাদক সরফরাজ হিরো ও বিএল কলেজ কমিটির সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ জাকু। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে দু'জন করে প্রার্থী রয়েছেন। সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মুরাদ ও সহ-সভাপতি একরামুলহক হেলাল। বিএনপি নেতৃবৃন্দ আসাদুজ্জামান মুরাদকে মহানগর কমিটির সভাপতি প্রার্থী হিসেবে চাইছেন। তবে আসাদুজ্জামান মুরাদ জানান, তিনি জেলা কমিটিতে থাকতে ইচ্ছুক। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হচ্ছেন বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আবু হোসেন বাবু ও যুগ্ম সম্পাদক কামরান হাসান। জেলা ছাত্রদল সভাপতি প্রার্থী একরামুল হক হেলাল জানান, মুরাদ সভাপতি প্রার্থী হলে তিনি সভাপতি প্রার্থী হবেন না। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হবেন।

পাবনা প্রতিনিধি জানান, আজ পাবনা জেলা ছাত্রদলের সম্মেলন ঢাকার নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলা ছাত্রদল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। উভয় গ্রুপের মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোসাব্বির হোসেন সজুর নেতৃত্বাধীন অংশ জেলা ছাত্রদলের সম্মেলন পাবনায় সম্পন্ন করতে বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারে ভেন্যু এবং ১৪ ডিসেম্বর তারিখ ঠিক করেন। কিন্তু জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুন্নবী স্বপন, সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বাধীন অংশ ঢাকায় সম্মেলন করার পক্ষে লবিং-গ্রুপিং করে ভেন্যু ঢাকার নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়ে যান। এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলা ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। উভয় গ্রুপের মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল শুক্রবার কিছু নেতাকর্মী ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। আবার অনেক নেতাকর্মী ঢাকার সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না।